

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



আন নাফির বুলেটিন -২২

পরিবেশনায়

النصر
AN-NASR

জুমাদাল উলা ১৪৩৯ হিজরী

‘পাগলা সপ্তাহ’

১১ই সেপ্টেম্বরের মোবারক হামলাসমূহের পর - যে সময় অধিকাংশ ভাইদের সর্বাধিক গুরুত্বের বিষয় ছিল ক্রুসেডার ও ইহুদী শত্রুশিবিরে নিহত ও আহতের সংখ্যার অনুসন্ধান চালানো, তখন শায়খ উসামা বিন লাদেন রহ. সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন অর্থনৈতিক সংবাদসমূহের প্রতি। তিনি বিশ্বকুফরী অর্থনীতির বড় বড় পরিবর্তনগুলো ও ধ্বংসাত্মক কম্পনগুলোর খবর রাখতেন।

ইহুদী-খৃষ্টান জোটের বিরুদ্ধে দীর্ঘ যুদ্ধের নেতৃত্বকালীন সময়ে শায়খ উসামা বিন লাদেন রহ. অর্থনৈতিক বিষয়গুলোর প্রতি অধিক গুরুত্ব দিতেন এবং যে সকল ভাইদের এ ব্যাপারে অভিজ্ঞতা ও গভীরতা আছে, তাদের সঙ্গে মিলে এ বিষয়ে অধ্যয়ন করতেন।

শায়খ রহ. ও তার সাথীগণ বুঝতে পেরেছিলেন যে, কুফরী বিশ্বকে ধ্বংস করার উপায় হল, এই অর্থনীতির উপাদানগুলোকে ধ্বংস করা ও আক্রমণের টার্গেট বানানো। আর এর মাধ্যম হল, পশ্চিমা ভোক্তাদের আস্থাকে টার্গেট বানানো, যা নিরাপত্তা-অনিরাপত্তার অনুভূতি হিসাবে ইতিবাচক বা নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হয়।

আলহামদু লিল্লাহ, নাইন ইলেভেনের বরকতময় অভিযানসমূহের পর থেকেই তার বাস্তবায়ন চলছে। বিশ্বকুফরী অর্থনীতি একটি বিপদ থেকে বের হওয়ার সাথে সাথেই আরেকটি বিপদের কবলে পড়ে যাচ্ছে। তাদের সকল প্রচেষ্টার সারকথা ছিল তাদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা ফিরিয়ে আনা এবং

তাকে যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা। কিন্তু আলহামদু লিল্লাহ, তারা শোচনীয় ব্যর্থতা নিয়েই ফিরে গেছে।

বরং তাদের অর্থনীতি আরো বেশি বিপর্যয়ের শিকার হয়েছে এবং এক অন্ধকার সুরঙ্গপথে ঢুকে পড়েছে। কারণ আমেরিকান সাধারণ ঋণের সংখ্যা জ্যোতিষীয় নাম্বারে পৌঁছে গেছে। তা ২০ ট্রিলিয়ন ডলার, তথা দেশীয় উৎপাদনের ১২৫% ছাড়িয়ে গেছে।

অনেক বিশ্লেষক ও অর্থনীতি বিশেষজ্ঞগণ যে ফলাফলে পৌঁছেছেন, তার সারকথা হল: কুফরী বিশ্বের প্রধান আমেরিকার ‘সাধারণ ঋণের’ রেকর্ড পরিমাণ ভয়ংকর উর্ধ্বগতির কারণে অতিসত্তরই আমেরিকান অর্থনীতি পরিপূর্ণ ভাঙ্গনের মুখোমুখি হবে।

গেল সপ্তাহকে ‘পাগলা সপ্তাহ’ বলে ভূষিত করা হয়েছে। এই ‘পাগলা সপ্তাহে’ একটি আনন্দদায়ক সংবাদ আসে যে, আমেরিকা ও বিশ্ব অর্থবাজারে অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে। ফলে আমেরিকা ও বিশ্বের অন্যান্য স্টক এক্সচেঞ্জগুলোর প্রধান প্রধান শেয়ার সূচকগুলোর পতন অনুভব করা যাচ্ছে। যা কখনো কখনো ১% ছাড়িয়ে গিয়েছিল। যা একটি অবোধগম্য অর্থনৈতিক উত্থান-পতন, এমনকি এ যুগের হ্রবল আত্মপ্রবলিত আমেরিকার প্রধান ট্রাম্পের নিকটও। বেকারত্বের হার ও প্রবৃদ্ধির হারের ক্ষেত্রে ইতিবাচক অর্থনৈতিক নাম্বারের কথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা সত্ত্বেও তার এই বিপর্যয় ঘটলো।

এই নির্বোধ তার সর্বশেষ প্রলাপে বিস্ময় প্রকাশ করে বলে: “পূর্বে যখন ভাল সংবাদ ছড়িয়ে পড়ত, তখন অর্থবাজার

উর্ধ্বগামী থাকত। কিন্তু এখন, যখন ভাল ভাল সংবাদ পৌঁছানো হয়ে যায়, তখনও মুদ্রার বাজার নামতে থাকে। এটা বড় ভুল।”

হ্যাঁ, এটাই হল সেই অন্ধকার সুড়ঙ্গপথ। যার ভেতরে আমেরিকাকে প্রবেশ করানোর জন্য মুজাহিদগণ নিজেদের কুরবানী, সবর ও দৃঢ়তার মাধ্যমে চেষ্টা চালিয়ে গেছেন (আমরা মুজাহিদগণের ব্যাপারে এমনটাই ধারণা করি, প্রকৃত হিসাবরক্ষক আল্লাহ তাআলা)। আল্লাহর শক্তি, ক্ষমতা ও হুকুমে আমেরিকা ধ্বংস ও আত্ননাদ ব্যতীত কিছুতেই সেখান থেকে বের হতে পারবে না। ব্যর্থতা ও পরাজয়ের আচল টানতে থাকবে সর্বদা।

গণতান্ত্রিক দল ‘জুদ গ্রিগ’ এর জনৈক সদস্য (নিউ হাম্পশী প্রজাতন্ত্রের দ্বিতীয় প্রধান)কে ২০০৮ সালের অর্থনৈতিক মন্দার সময় মন্দার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল – “২০০০ সালে আশা ছিল বাজেট বৃদ্ধি পাবে, কারণ সে সময় অর্থনৈতিক অবস্থা কিছুটা ভাল ছিল এবং স্বার্থক পরিশ্রম করা হয়েছিল। তারপরও এই বিশাল অর্থনৈতিক পতনটা কি ট্যাক্স কমে যাওয়ার কারণে হয়েছে?”

সে উত্তর দিয়েছে – “না, কখনো না। কাজিত প্রবৃদ্ধি আমরা ট্যাক্স কমে যাওয়ার কারণে হারায়নি। বরং আমরা এটা হারিয়েছি ১১ সেপ্টেম্বরের হামলা ও অর্থনীতির উপর তার প্রভাবের কারণে। আপনাকে মনে রাখতে হবে যে, ১১ সেপ্টেম্বরের হামলা আমাদের জাতির জন্য একটি ভয়াবহ ট্রাজেডি। যা আমাদের জাতির শৃঙ্খলা বিভিন্ন দিক থেকে ভেঙ্গে দিয়েছে। শৃঙ্খলা ভেঙ্গে দেওয়ার অন্যতম একটি নিদর্শন হল: আমরা এখন গভীর অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছি”।

আর এ বিপর্যয় আরো বৃদ্ধি পেয়েছে আমেরিকা, ইরাক ও আফগানিস্তানে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জড়ানোর কারণে। আফগান যুদ্ধ আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘ মেয়াদী যুদ্ধ। আমেরিকা এখনো পর্যন্ত সেখান থেকে বের হয়ে আসতে পারেনি।

এ হল এক দিক। আরেকটি দিক যেটা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে - কুফরী বিশ্বের অর্থনীতি নিজ নীতিতেই ধ্বংস, বিলুপ্তি ও পতনের উপাদানগুলো বহন করে চলছে। বিশ্বকুফরী অর্থনীতি সর্বনিকৃষ্ট পদ্ধতি ‘সুদে’র উপর নির্ভরশীল। অথচ মহান সৃষ্টিকর্তা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বলেন:

...فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله....

“তবুও যদি তোমরা এটা না কর, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও।” [সূরা বাকারা-২৭৯]

ওই বাহিনী অবশ্যই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে। তাই মুজাহিদগণের কাজ শুধু আরো বেশি ধৈর্যধারণ করা, দৃঢ়তা প্রদর্শন করা এবং বিশ্বকুফর ও তার প্রধান আমেরিকার বিরুদ্ধে ধারাবাহিক জিহাদ চালিয়ে যাওয়া। যেন আল্লাহর হুকুমে সাহায্য ও আসন্ন বিজয় লাভ হয়।

তাই আপনারা সংকল্প মজবুত করুন, মনোবল সুদৃঢ় করুন এবং আমেরিকার বাহিরে ও আমেরিকার ভিতরে আমেরিকান অর্থনৈতিক স্বার্থগুলোকে ধারাবাহিকভাবে টার্গেট বানাতে থাকুন।

আর হে মুসলিম জাতি! আপনারা আপনারা পুণ্যবান মুজাহিদ সন্তানদের সাথে থাকুন জিহাদের প্রতিটি ময়দানে, যা আজ অধিকাংশ মুসলিম দেশগুলোতেই চালু হয়ে গেছে। নতুন নতুন

রক্তের মাধ্যমে তাদেরকে সাহায্য করুন এবং আল্লাহ আপনাদেরকে যে সম্পদ ও জনবল দান করেছেন, তার মাধ্যমে তাদেরকে সহযোগীতা করুন।

انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون

“(জিহাদের জন্য) বের হয়ে পড়, তোমরা হালকা অবস্থায় থাক বা ভারী অবস্থায় এবং নিজেদের জান মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ কর। তোমাদের যদি বুঝ থাকে, তবে এটাই তোমাদের জন্য উত্তম।” [সূরা তাওবা-৪১]

বিশেষভাবে আহ্বান জানাচ্ছি, আফগানিস্তানের ইসলামী ইমারাতের সৈনিকদেরকে! আপনারা আল্লাহকে আপনারা সেই অবস্থা দেখান, যা তিনি ভালবাসেন। আমেরিকান নিকৃষ্ট সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-জিহাদ ও রক্তক্ষরণ অব্যাহতভাবে চালিয়ে যান। যেন আমেরিকাও সেই গন্তব্যে পৌঁছে যায়, যাতে তাদের পূর্ববর্তী বৃটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কুফরী সাম্রাজ্যবাদীরা পৌঁছেছিল। এই আত্মমর্যাদার ভূমি খোরাসানই হয়েছিল তাদের সমাধিস্থল।

আমি এ সংখ্যাটি শেষ করবো শায়খ উসামা বিন লাদেন রহ. এর এমন কতগুলো বাক্যের মাধ্যমে, যা আল্লাহর সাহায্যের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসে ভরপুর ছিল। তিনি বলেন:

“আমরা বৃহৎ জালিম শক্তির বিরুদ্ধে গোত্রীয় যুদ্ধ ও রক্তক্ষরণের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। আমরা মুজাহিদগণের সাথে মিলে দশ বছরে রাশিয়ার এমন রক্তক্ষরণ ঘটিয়েছি, যার ফলে আল্লাহর রহমতে তারা দেউলিয়া হয়ে গেছে এবং পরাজিত হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে। সমস্ত

প্রশংসা ও অনুগ্রহ আল্লাহরই। তাই আমরা আল্লাহর হুকুমে
আমেরিকাকেও রক্তক্ষরণ ঘটিয়ে দেউলিয়ত্বের স্তরে পৌঁছে
দেওয়ার জন্য একই নীতির উপরই চলছি। আর আল্লাহর জন্য
এটা কঠিন নয়।”

